পরিবেশ অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

# পরিবেশ বার্তা

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ । সংখ্যা : ৪

পরিবেশ অধিদপ্তর


- ২৯তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, বাকু কপ-২৯-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ
- রোড টু বাকু: কপ-২৯ সেমিনারের আয়োজন
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান-এর উদ্বোধন
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী মতবিনিময় সভা, মনিটরিং, ক্লিন-আপ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম
- প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা
- Transformation of the Environmental Clearance Certificate Process শীর্ষক Software উদ্বোধন
- প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন
- ৯ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা) এর সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন
- পরিবেশ অধিদপ্তরে 'গোপনীয় অনুবেদন সপ্তাহ'-২০২৪ উদযাপন
- ভূমি অবক্ষয় রোধে মাঠ পর্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম


**উপদেষ্টা**
ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি
মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

**সমন্বয়কারী**
ড. মুঃ সোহরাব আলি, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

**সম্পাদক**
মোঃ খালেদ হাসান, পরিচালক (আইটি), (চলতি দায়িত্ব)

**সহ-সম্পাদক**
নাজিম হোসেন শেখ, উপপরিচালক (প্রচার)

**পরিবেশ অধিদপ্তর**
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮ ০২ ২২২২১৮৫০০
ই-মেইল : dg@doe.gov.bd
ওয়েব সাইট : www.doe.gov.bd
ফেসবুক : www.facebook.com/doebd

## ২৯তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন, বাকু কপ-২৯-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ

বাকু কপ-২৯ সম্মেলনের World Leader Climate Action Summit-এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস Country Statement প্রদান করেন, যেখানে তিনি বিশ্বযুব-সম্প্রদায়কে "Three Zero Person (zero net carbon emissions, zero wealth concentration, and zero unemployment)" হিসাবে গড়ে উঠে নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনের জন্য আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামোর আওতায় বিগত ১১ নভেম্বর হতে ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ ভোররাত পর্যন্ত আজারবাইজানের রাজধানী বাকু-তে ২৯তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৯) অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান-এর নেতৃত্বে ২২ সদস্যের অভিজ্ঞ প্রতিনিধিদল এবারের কপ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের পক্ষে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট H.E., Mr. Ilham Aliyev-এর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কপ-২৯ সম্মেলনে ১২-১৩ নভেম্বর ২০২৪ সময়ে অনুষ্ঠিত World Leader Climate Action Summit-এ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত World Leader Climate Action Summit-এর ২য় দিনে ১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস Country Statement-এ জলবায়ু বিপর্যয়কে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করেছেন। এ বিপর্যয় মোকাবেলায় তিনি একটি স্ব-সংরক্ষিত (self-preserving) এবং স্ব-শক্তিশালীকরণ (self-reinforcing) নতুন

সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনের জন্য আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্থিক এবং যুব শক্তিকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। বিশ্বকে টিকে থাকার জন্য একটি ভিন্ন জীবনধারার উপর ভিত্তি করে আরেকটি নতুন সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে, যেখানে প্রতিটি যুবক "Three Zero Person" zero net carbon emissions (শূন্য নেট কার্বন নির্গমন), zero wealth concentration (শূন্য সম্পদ ঘনত্ব), এবং নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে পরিণত করে zero unemployment (শূন্য বেকারত্ব) হিসাবে বেড়ে উঠবে। এটি অর্জন করার লক্ষ্যে পৃথিবীর এবং এতে বসবাসকারী সকলের নিরাপত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন জীবনধারা গ্রহণ করার জন্যে সকলকে আহ্বান করেন।

COP29 Presidency, Azerbaijan-এর নেতৃত্বে UNFCCC-ভূক্ত ১৯৫টি পার্টি বা সদস্য রাষ্ট্র প্রায় দুই সপ্তাহব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার পর নির্ধারিত সময়ের দুইদিন পর গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ভোর ০৪:৩০টায় "Baku Climate Unity Pact" গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাকু কপ-২৯ সম্মেলনে গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও উলেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপ:

**(ক) জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কিত New Collective Quantified Goal (NCQG):** জলবায়ু অর্থায়নের আওতায় বর্তমানে বিদ্যমান ২০২০ পরবর্তী অর্থনৈতিক লক্ষ্য প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন এর স্থলে ২০৩৫ সালের মধ্যে নতুন লক্ষ্য প্রতিবছর ৩০০ বিলিয়ন ডলার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যেখানে উন্নত বিশ্ব অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, আগামী ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে জলবায়ু অর্থায়ন প্রতিবছর ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যে সকল দেশ এবং সংস্থা (all actors)-কে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ লক্ষ্যে ষষ্ঠ এবং সপ্তম সিএমএ প্রেসিডেন্সির গাইডেন্সে উন্নয়শীল দেশে জলবায়ু অর্থায়ন ২০৩৫ সালের মধ্যে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে "Baku to Belem Roadmap to 1.3T" শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

**(খ) অভিযোজন সম্পর্কিত Global Goal on Adaptation (GGA):** Global Goal on Adaptation (GGA) সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে মূলত UAE-Belem Work Programme on Indicator এর উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং উক্ত ওয়ার্ক প্রোগ্রামের আওতায় যে সকল ইনডিকেটর বাছাই করা হবে তার সংখ্যা যেন ১০০ এর বেশি না হয় তা উল্লেখ করা হয়েছে। UAE Framework for Global Climate Resilience এ উলিখিত টার্গেট সমূহ ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য UN Climate Change Secretariat-কে অনুরোধ করা হয়েছে।

**(গ) লস এন্ড ড্যামেজ সম্পর্কিত Fund for responding to Loss and Damage and Guidance to the Fund:** দুবাই কপ-২৮-এ Fund for responding to Loss and Damage-এ ৭৯২ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার ঘোষণা দিয়ে সম্মেলনের প্রথম দিনই দুবাই কপ চমক সৃষ্টি করে। এবছর উক্ত ফান্ডের হেড অফিস ফিলিপিন্সে স্থাপিত হওয়ার বিষয়টি সিদ্ধান্তে অবহিত করার জন্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত ফান্ডে অষ্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, এস্তোনিয়া, লুক্সেমবার্গ, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, এবং বেলজিয়ামের ওয়েলিং অঞ্চলের সরকারের অর্থ প্রদানের নতুন প্রতিশ্রুতি স্বাগত জানানো হয়েছে। এছাড়া, উক্ত ফান্ড চালু করার লক্ষ্যে জাপান সরকারের ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ছাড় করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৯)-এর জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কিত New Collective Quantified Goal (NCQG) আলোচনায় অভিযোজন, ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে অনুদানভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছেন।

**(ঘ) প্রশমন সম্পর্কিত Mitigation Ambition & Implementation Work Programme (MWP):** মিটিগেশন এমবিশন ও ইমপিমেন্টেশন ওয়ার্ক প্রোগ্রামে গতানুগতিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি নতুন একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে যেখানে মিটিগেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য একটি ডিজিটাল প্লাটফর্ম গঠন করা হবে। উক্ত ডিজিটাল প্লাটফর্মে সংশ্লিষ্ট সবাই তাদের সুনির্দিষ্ট প্রকল্প উপস্থাপন করতে পারবে এবং পটেনশিয়াল আর্থিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্য সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে। তবে এবারও মিটিগেশন এমবিশন ও ইমপিমেন্টেশন ওয়ার্ক প্রোগ্রামের আওতায় গ্লোবাল স্টকটেক থেকে প্রাপ্ত ফলাফল রেফার করা সম্ভব হয় নাই।

বাকু কপ ২৯ সম্মেলনে UNFCCC সচিবালয় কর্তৃক আয়োজিত এক সাইড ইভেন্টে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহ নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি যা মোকাবেলা করে টেকসই জ্বালানিতে রূপান্তরের জন্য সময়োপযোগী এবং সমতাভিত্তিক আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানান।

(ঙ) **আর্টিকেল ৬ সম্পর্কিতঃ** দীর্ঘ নয় বছরের তীব্র আলোচনার পর, কপ-২৯-এ প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আর্টিকেল ৬ এর আওতায় Article ৬.২ এবং Article ৬.৪ বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত সফলভাবে গ্রহণ করেছে। ফলে আগামী বছর থেকে এতদবিষয়ে সব ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে। আর্টিকেল ৬ সম্পর্কিত এই যুগান্তকারী অর্জনটি একটি বিশ্বব্যাপী কার্বন মার্কেট-এর ভিত্তি স্থাপন করবে। বাংলাদেশ শুরু থেকেই আর্টিকেল ৬ এর সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এবারের সম্মেলনে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ পাঁচজন কর্মকর্তা বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ পজিশন পেপার প্রণয়নসহ বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে স্বল্পোন্নতদেশসমূহের জোট LDC Group সাধারণত জোরালো ভূমিকা পালন করে থাকে। বরাবরের মত এবারের সম্মেলনেও LDC Group-এর পক্ষে বাংলাদেশ জোরালো ভূমিকা পালন করেছে।

## রোড টু বাকু: কপ ২৯ সেমিনারের আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে গত ২০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে রোড টু বাকু : কপ ২৯ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। সেমিনারে মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, জলবায়ু অর্থায়ন, অভিযোজন ও প্রশমন কৌশলগুলো ন্যায়সংগত হতে হবে। এ সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংকট মোকাবেলায় একশ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার বিষয়ে দৃঢ় অবস্থানের আশাবাদ পুনর্ব্যক্ত করেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং উচ্চাভিলাষী প্রশমন উদ্যোগ নিয়ে কথা বলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং অভিযোজন পদক্ষেপের ওপর গুরুত্বারোপ করে তরুণদের এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার আহ্বান জানান।

রোড টু বাকু: কপ ২৯ সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত রোড টু বাকু: কপ ২৯ সেমিনারের স্থিরচিত্র

# বাংলাদেশ ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্লান-এর উদ্বোধন

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে গত ০৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখে ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্লান-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। এছড়া উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা, শিক্ষাবিদ ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, সরকার বায়ুদূষণের উৎস মোকাবেলা, বায়ু পর্যবেক্ষণ উন্নত করতে এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা উন্নত করার কৌশলগত পদক্ষেপের জন্য জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এটি শিল্প, পরিবহন এবং নগর উন্নয়নে কঠোর প্রবিধান বাস্তবায়ন এবং ক্লিনার প্রযুক্তির প্রচারের জন্য একটি রোডম্যাপ প্রদান করে। তিনি আরো বলেন, কর্মপরিকল্পনাটি টেকসই পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বৃহত্তর কৌশলের একটি অংশ, যেখানে গ্রামীণ ও শহর উভয় অঞ্চলকে প্রভাবিত করে এমন দূষণের উদ্বেগজনক মাত্রা হ্রাস করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ বায়ুকে অগ্রাধিকার দিয়ে, সরকার পরিবেশ সুরক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মঙ্গলের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। অত:পর তিনি বলেন, পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি খাতকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্লানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্লানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

# নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ বিরোধী মতবিনিময় সভা, মনিটরিং ক্লিন-আপ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

## মতবিনিময় সভা:

সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ধারা ৬(ক) অনুযায়ী পলিথিন শপিং ব্যাগ, পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরি অন্য কোন সামগ্রী-এর উপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শপিং মল ও মার্কেটে পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার বন্ধে শপিং মল ও মার্কেটের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে গত ২০ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি: তারিখে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। উক্ত সভায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন শপিং মল/মার্কেট-এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এর সাথে ঢাকা শহরের বিভিন্ন শপিংমল/মার্কেট-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভার স্থিরচিত্র। ২০ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি.

ঢাকা শহরের বিভিন্ন শপিংমল/মার্কেট-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, জনাব তপন কুমার বিশ্বাস।

এছাড়াও, বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন এবং সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিকল্প পণ্যের বিষয়ে সচেতনতা ও বিকল্প পণ্য সরবরাহ সহজীকরণ এবং পলিথিন শপিং ব্যাগের উপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ও পরিচালিত অভিযান ফলপ্রসূ করতে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব তপন কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন শপিং মল/মার্কেট-এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করেন।

## মনিটরিং কার্যক্রম:

০১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি: হতে সুপারশপসমূহে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ এবং পলিপ্রপাইলিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সুপারশপসমূহে পলিথিন শপিং ব্যাগ প্রদান বন্ধ এবং পরিবেশবান্ধব ব্যাগ সরবরাহ কার্যক্রমে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। গত ০১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে রাজধানীর ধানমন্ডিতে সুপারশপে নিষিদ্ধ পলিথিন/পলিপ্রপাইলিন ব্যাগের পরিবর্তে পাট, কাপড়, কাগজের ব্যাগ ব্যবহার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে ঢাকার বিভিন্ন সুপারশপে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দও পরিবেশ বান্ধব এ কার্যক্রমে প্রচার প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে।

১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে রাজধানীর ধানমন্ডিতে সুপারশপে নিষিদ্ধ পলিথিন/পলিপ্রোপাইলিন সংক্রান্ত মনিটরিং ও প্রচারণায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

## ক্লিন-আপ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:

নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগ, পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরি অন্য কোন সামগ্রী-এর উপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন এবং সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিকল্প পণ্যের বিষয়ে সচেতনতা ও বিকল্প পণ্য সরবরাহ সহজীকরণ ও সচেতনতার লক্ষ্যে নরওয়ে সরকারের অর্থায়নে UNIDO এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Integrated Approach Towards Sustainable Plastics Use and Marine Litter Prevention in Bangladesh' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের নিম্নবর্ণিত ০৬ (ছয়টি) কাঁচাবাজারে জনসচেতনতামূলক সভা, ক্লিন-আপ প্রোগ্রাম ও বিকল্প বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিডি ক্লিন-এর প্রায় ৭০০ জন স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ করে।

| কাঁচাবাজার সমূহের নাম | পরিবেশবান্ধব পাট/কাগজ/কাপড়-এর ব্যাগ সরবরাহের মোট সংখ্যা | সিঙ্গেল ইউজ পাস্টিক সংক্রান্ত বিলবোর্ড স্থাপন | বর্জ্য সংগ্রহের জন্য বড় বিন স্থাপন |
|---|---|---|---|
| ১. মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজার<br>২. আগারগাঁও বাজার<br>৩. মিরপুর ৬ বাজার<br>৪. খিলখেত বাজার<br>৫. খিলগাঁও বাজার<br>৬. মহাখালী বাজার | ১২,০০০ টি | ১২ টি | ২৪ টি |

এছাড়াও, নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও, কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম এবং সীতাকুণ্ড উপজেলার গুলিয়াখালী বিচ-এ জনসচেতনতামূলক সভা, ক্লিন-আপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এতে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সংক্রান্ত ৪টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যক্রমে স্থানীয় সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের ৭৭৩ জন স্বেচ্ছাসেবক (২৪.৬% নারী) অংশগ্রহণপূর্বক প্রায় ২৭৮৫ কেজি পাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক্লিন-আপ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের লক্ষ্যে যথাক্রমে মহাখালী, খিলক্ষেত ও আগারগাঁও কাঁচা বাজারে আলোচনা সভা, পরিবেশবান্ধব ব্যাগ সরবরাহ এবং কাঁচা বাজারসমূহে বিন সরবরাহের স্থিরচিত্র

## প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা:

তরুণ প্রজন্মকে সংলাপের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও পরিবেশ সচেতন একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই বিতর্কগুলো তরুণ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অর্থবহ সংলাপে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ১৬টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে।

প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে আন্ত:বিশ্ববিদ্যায় পর্যায়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ড-এর স্থিরচিত্র

## Transformation of the Environmental Clearance Certificate Process শীর্ষক Software উদ্বোধন:

পরিবেশ অধিদপ্তরের সেমিনার কক্ষে বিগত ৫ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি: তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান Transformation of the Environmental Clearance Certificate Process শীর্ষক Software এর উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অধিদপ্তরের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

Transformation of the Environmental Clearance Certificate Process শীর্ষক Software এর উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

# প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন

## ➲ ডি নথির মাধ্যমে নথি নিস্পত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পরিবেশ অধিদপ্তরের সেমিনার কক্ষে বিগত ১১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখে ডি নথির মাধ্যমে নথি নিস্পত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (বর্তমানে পিআরএল-এ) ড. আবদুল হামিদ। প্রশিক্ষণের সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আব্দুলাহ আল মাসউদ। এছাড়া উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (আইটি) জনাব মোঃ খালেদ হাসান ও উপপরিচালক (সমন্বয়) জনাব মহিউদ্দিন মানিক এবং নবম ও দশম গ্রেডের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিগত ১১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখে ডি নথির মাধ্যমে নথি নিস্পত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের স্থিরচিত্র

## ➲ Sustainable Plastic Management এবং প্লাস্টিক পূর্ণব্যবহার সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন:

ক. 'Basic Training on Sustainable Plastic Management' বিষয়ক প্রশিক্ষণ: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Integrated Approach Towards Sustainable Plastics Use and Marine Litter Prevention in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯-১০ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখ ০২(দুই) দিনব্যাপী ১ম ব্যাচ প্রশিক্ষণ এবং ১৬-১৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখ ০২ (দুই) দিনব্যাপী ২য় ব্যাচে পরিবেশ অধিদপ্তরের মোট ৫০ (পঞ্চাশ) জন কর্মকর্তাকে 'Basic Training on Sustainable Plastic Management' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খ. প্লাস্টিক পূর্ণব্যবহার সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ: 'Integrated Approach Towards Sustainable Plastics Use and Marine Litter Prevention in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বরিশালে ৬০ (ষাট) জনকে প্লাস্টিক পূর্ণব্যবহার সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

'Basic Training on Sustainable Plastic Management' বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের স্থিরচিত্র

## ➲ শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বায়ুদূষণ রোধে অভিযানে অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রসিকিউশন রিপোর্ট প্রস্তুতকারী ও সহায়ক কর্মকর্তাগণের মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালার আয়োজন:

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে বিগত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি: তারিখে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্টের উইং এর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও মান উন্নয়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বায়ুদূষণ রোধে অভিযানে অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, প্রসিকিউশন রিপোর্ট প্রস্তুতকারী ও সহায়ক কর্মকর্তাগণের মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বায়ুদূষণ রোধে অভিযানে অংশগ্রহণকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের কঠোর পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অ.দা.) ড. ফাহমিদা খানম।

মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

ঢাকা এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বায়ুদূষণ রোধে অভিযানে অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, প্রসিকিউশন রিপোর্ট প্রস্তুতকারী ও সহায়ক কর্মকর্তাগণের মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালার স্থিরচিত্র

# ৯ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা) এর সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে গত ০৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ৯ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (প্ররিবেশ ব্যবস্থাপনা) এর সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক (বর্তমানে পিআরএল-এ) ড. আবদুল হামিদ।

৯ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (পরিবেশ ব্যবস্থাপনা) এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীর একাংশ

# পরিবেশ অধিদপ্তরে 'গোপনীয় অনুবেদন সপ্তাহ'-২০২৪ উদ্‌যাপন

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে 'গোপনীয় অনুবেদন সপ্তাহ'-২০২৪ উদযাপনের স্থিরচিত্র। ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.

'গোপনীয় অনুবেদন সপ্তাহ'-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের একাংশ

# ভূমি অবক্ষয় রোধে মাঠ পর্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম

সুনামগঞ্জ জেলায় মাঠ পরিদর্শন

মুক্ত আলোচনার আয়োজন

১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) বা Earth Summit নামে পরিচিত সম্মেলনে ৩ টি বৈশ্বিক চুক্তি (১) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), (২) United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) ও (৩) United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং বাংলাদেশ এগুলির স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ খরা ও ভূমি অবক্ষয় মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রমের উপর প্রতি চার বছর অন্তর UNCCD সচিবালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। UNCCD নির্ধারিত Prais 4 Portal (online reporting platform) ব্যবহার করে সর্বশেষ ২০২২ সালে ন্যাশনাল রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। এক্ষেত্রে Soil Organic Carbon (SOC), Land Cover/Land Cover Change (LCC), Land Productivity Dynamics (LPD) এর উপর Global Data ব্যবহার করে উক্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত প্যারামিটারসমূহের উপর ন্যাশনাল Data Set তৈরির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI), বন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARSO) এর সাথে সমন্বয় করে UNCCD monitoring and reporting কার্যক্রমের আওতায় LCC, LPD, SOC এই তিনটি সূচকে বাংলাদেশের নিজস্ব তথ্য ভান্ডার প্রণয়নের কাজটি বাস্তবায়ন করছে। ভূমি অবক্ষয়, খরা, ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনসহ মাঠ পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবীক্ষণের নিমিত্তে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশে ১৫টি Hotspot সনাক্ত করেছে এবং একটি চেকলিস্ট অনুযায়ী তা মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। UNCCD monitoring and reporting কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উক্ত Hotspot-গুলো পরিদর্শন করে ভূমি অবক্ষয় রোধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর সম্প্রতি ২টি হটস্পট যথা- সিরাজগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় যথাক্রমে ২৬-২৭ অক্টোবর ও ১৬-১৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে পরিদর্শন করে। উল্লিখিত স্থানে চেকলিস্ট অনুযায়ী প্যারামিটারসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উক্ত এলাকার ভূমি অবক্ষয় বিদ্যমান এবং তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। SRDI, বন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE), আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূমি অবক্ষয় রোধে মাটির গুণমান উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা ও Green Land Cover বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় করণীয় বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মুঃ সোহ্‌রাব আলি। সভায় "কৃষি জমিতে সঠিক সময়ে পরিমিত পরিমাণ সঠিক সার প্রয়োগ, ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; ভূমি অবক্ষয় রোধে কার্যকারী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে মত প্রকাশ করা হয়।" এছাড়াও, ভূমি অবক্ষয় রোধে জনসচেতনতার কোন বিকল্প নাই বলে সভায় বক্তারা মত প্রকাশ করেন যাতে ভূমির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সভায় আরো জানানো হয় দেশে খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করতে হলে সীমিত ভূমি সম্পদের বৈজ্ঞানিক ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।